গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
১৫, কলেজ রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.bjsc.gov.bd

স্মারক নং-১০.০৩.০০০০.০০৩.৩১.০০৩.১৭-১২ তারিখ ঃ ০১/০৩/২০১৭ খ্রিঃ

বিজ্ঞপ্তি
১১শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৭

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থীদের বাছাই ও মনোনয়নের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অনুসারে অনলাইনে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ

১। পদ সংখ্যা ঃ
১৪৩ (একশত তেতাল্লিশ) টি।
(বিধি অনুযায়ী পদ সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে)

২। বেতন স্কেল ঃ
টাকা ৩০৯৩৫-৩২৪৯০-৩৪১২০-৩৫৮৩০-৩৭৬৩০-৩৯৫২০-৪১৫০০-৪৩৫৮০-৪৫৭৬০-৪৮০৫০-৫০৪৬০-৫২৯৯০-৫৫৬৪০-৫৮৪৩০-৬১৩৬০-৬৪৪৩০ তৎসহ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতন স্কেল, ২০১৬-এ বর্ণিত ও সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধাদি।

৩। **অনলাইনে আবেদনপত্র (BJSC Form-1) পূরণ এবং পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় :**
ক. আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় : ২০/০৩/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পূর্বাহ্ন-১০.০০ ঘটিকা।
খ. আবেদনপত্র ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় : ১৬/০৪/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখ অপরাহ্ন-৫.০০ ঘটিকা।
গ. আবেদনপত্র ও ১৩ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী পরীক্ষার ফি জমাদানের শেষ তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ৭২ ঘন্টা পর আবেদনকারী User ID ব্যবহার করে কমিশনের ওয়েব সাইট হতে যে কোন সময় প্রবেশপত্র প্রিন্ট করে নিতে পারবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

বি.দ্র. : শেষ তারিখ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে আবেদনপত্র ও পরীক্ষার ফি জমাদান চূড়ান্ত করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৪। **প্রার্থীর বয়স ঃ**
০১ মার্চ, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনধিক ৩২ (বত্রিশ) বছর।
(মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষার মূল সনদপত্র অনুযায়ী বয়স নির্ধারিত হবে।)
প্রার্থীর বয়স বেশী হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫। **প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ**

(ক) **ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির এলএল.এম ডিগ্রী। উক্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থীও উপ-অনুচ্ছেদ (ঙ) তে উল্লিখিত শর্তে আবেদন করতে পারবেন।

(খ) **সিজিপিএ মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** কোন প্রার্থীর ফলাফল উক্তরূপ শ্রেণির পরিবর্তে সিজিপিএ আকারে প্রকাশিত থাকলে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সনদে উল্লিখিত স্কেল (যেমন-৪ বা ৫) কে প্রচলিত নম্বর পদ্ধতিতে ৮০% এর সমান ধরা হবে। তদানুসারে প্রার্থীর ফলাফলকে প্রথম শ্রেণি (৬০% বা তদূর্ধ্ব), দ্বিতীয় শ্রেণি (৪৫% বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬০% এর কম), তৃতীয় শ্রেণি (৩৩% বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৫% এর কম) হিসেবে নির্ধারণ করা হবে। এতদ্উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসরণ করা হবে ঃ

$$\frac{\text{৮০}}{\text{বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত সিজিপিএ স্কেল (যেমন-৪ বা ৫)}} \times \text{অর্জিত সিজিপিএ} = \text{অর্জিত শতকরা নম্বর}$$

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ কমিশনের Web-Site এ প্রকাশিত "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" নামীয় পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

* কোন ক্ষেত্রে উক্ত পুস্তিকার নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ সম্ভব না হলে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(গ) ৫ (ক) দফায় বর্ণিত প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার ফলাফল (যদি সি.জি.পি.এ আকারে প্রকাশিত হয়) সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত সিজিপিএ স্কেলের সর্বোচ্চ মান (যেমন-৪ বা ৫) এবং প্রার্থীর অর্জিত সিজিপিএ-এর সমতুল্য শতকরা প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/বিভাগীয় প্রধান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রত্যায়নপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি BJSC Form-2 এর সাথে দাখিল করতে হবে। প্রত্যায়নপত্রের নমুনা কমিশনের ওয়েব সাইট হতে সংগ্রহ করা যাবে।

(ঘ) **বিদেশি ডিগ্রী ঃ** বিদেশ হতে অর্জিত আইন বিষয়ে কোন ডিগ্রীকে সহকারী জজ পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলে কোন প্রার্থী দাবি করলে তিনি তার অর্জিত ডিগ্রীর সনদ BJSC Form-2 এর সাথে জমা দিতে পারবেন। তবে মৌখিক পরীক্ষার সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃত ইকুইভ্যালেন্স কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সার্টিফিকেটের মূল কপি প্রদর্শন ও সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

(ঙ) **পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থী** ঃ আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতক (সম্মান) অথবা এলএল.এম ডিগ্রী পরীক্ষায় অবতীর্ণ কোন প্রার্থী আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন এবং তাদের আবেদনপত্র নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে গৃহীত হবে ঃ-

অ. উক্ত পরীক্ষা আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখে বা তৎপূর্বে শেষ হতে হবে।

আ. প্রার্থী উক্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন মর্মে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/বিভাগীয় প্রধান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি BJSC Form-2 এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

বিজেএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময় আইন বিষয়ে উক্ত পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় শ্রেণি/সমমানের গ্রেড অর্জনের প্রমাণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল/সাময়িক সনদপত্র এবং মার্কশীটের মূলকপি প্রদর্শন করতে হবে। তাছাড়া এগুলোর সত্যায়িত ফটোকপিও BJSC Form-2 এর সাথে কমিশনে দাখিল করতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং প্রার্থিতাও বাতিল হবে।

ই. (অ) বা (আ) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তের যে-কোনোটি পালন করা না হলে আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল হবে।

৬। **প্রার্থীর শারীরিক যোগ্যতা ঃ**

সহকারী জজ পদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে। উক্ত দায়িত্ব পালনে বাধা হয় এরূপ দৈহিক বৈকল্য আছে কি-না তা যাচাই এবং প্রত্যয়নের নিমিত্ত প্রার্থীকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা মনোনীত মেডিকেল অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। শারীরিক যোগ্যতাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" নামীয় পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ২০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

৭। **প্রার্থীর জাতীয়তা ঃ**

প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল্‌ড হতে হবে। কিন্তু প্রার্থী যদি এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন, তাহলে তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৮। **অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র ঃ**

(ক) সরকারি অফিস বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-সরকারি সংস্থায় চাকুরিরত প্রার্থীদেরকে যথাসময়ে BJSC Form-2 এর সাথে সংযুক্ত ফর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের/যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিল-স্বাক্ষর গ্রহণ করে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অনাপত্তিপত্র জমা দিতে হবে।

(খ) চাকুরি হতে অপসারিত (Remove) হয়েছেন অথবা চাকুরি হতে ইস্তফা দিয়েছেন এমন প্রার্থীরাও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে এসব প্রার্থীকে চাকুরি হতে অপসারণের আদেশের বা ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের সত্যায়িত ফটোকপি BJSC Form-2 এর সাথে দাখিল করতে হবে।

(গ) কোন প্রার্থী BJSC Form-2 জমাদানের পর মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কোন চাকুরিতে যোগদান করলে বা চাকুরি হতে ইস্তফাদান করলে বা চাকুরি হতে অপসারিত হলে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উক্ত প্রার্থীকে অবশ্যই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র (N.O.C)/ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র গ্রহণ/অপসারণ আদেশের কপি দাখিল করতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

৯। **কোটা সংরক্ষণ ঃ**

কমিশনের বিধি অনুসারে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান, উপজাতি, মহিলা ও জেলা কোটা সংরক্ষিত থাকবে।

১০। **পরীক্ষার ধরন, তারিখ ও পাস নম্বর ঃ**

(ক) **প্রাথমিক পরীক্ষা-**

সঠিকভাবে আবেদনকারী সকল প্রার্থীকে ১০০ নম্বরের MCQ (Multiple Choice Question) পদ্ধতিতে প্রাথমিক পরীক্ষায় (Preliminary Examination) অবতীর্ণ হতে হবে। উক্ত পরীক্ষায় মোট ১০০ টি MCQ থাকবে। প্রতিটি MCQ এর মান হবে ১ (এক) নম্বর। তবে প্রতিটি MCQ এর ভুল উত্তরের জন্যে ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। কোটার সুবিধাভোগী প্রার্থীসহ সব প্রার্থীকেই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রাক যোগ্যতা হিসেবে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৫০। প্রাথমিক পরীক্ষায় সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ, সাধারণ গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং আইন বিষয়সমূহের উপর প্রশ্ন করা হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কোন প্রার্থীর লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে না। এ পরীক্ষা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" নামীয় পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ১৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

(খ) **লিখিত পরীক্ষা-**

১১শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৭ এ ১০০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল পরীক্ষার্থী প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন শুধু তারাই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। গড়ে ৫০% নম্বর পেলে একজন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। কোন পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে ৩০ নম্বরের কম পেলে তিনি লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলে গণ্য হবেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" নামীয় পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ১৪—১৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

(গ) **মৌখিক পরীক্ষা-**

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদেরকে ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার পাস নম্বর ৫০। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" নামীয় পুস্তিকার ১৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

(ঘ) প্রাথমিক, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি কমিশনের ওয়েবসাইটসহ বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ শুধু লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীগণ মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ পাবেন। বিজেএস পরীক্ষা একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বিধায় ন্যূনতম পাস নম্বর প্রাপ্তি কমিশন কর্তৃক মনোনয়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে না।

১১। **১১শ বিজেএস পরীক্ষার আবেদনপত্র ঃ**

১১শ বিজেএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত আবেদনপত্র দ্রুত প্রক্রিয়ায়ণ শেষে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রার্থীদের এ বিজ্ঞপ্তির ১২ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পদ্ধতিতে শুধু কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আবেদনপত্র (BJSC Form-1) অনলাইনে পূরণ করে আবেদন করতে হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ পরবর্তীতে কমিশনের www.bjsc.gov.bd ওয়েব সাইট থেকে BJSC Form-2 Download করে নির্দেশনায় উল্লিখিত কাগজপত্রসহ লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে কমিশন সচিবালয়ে জমা দিবেন/প্রেরণ করবেন।

১২। অনলাইনে BJSC Form-1 পূরণ ঃ

প্রার্থীকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ওয়েব সাইট www.bjsc.gov.bd এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র BJSC Form-1 পূরণ করে Online Registration কার্যক্রম এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে। উল্লিখিত ওয়েব সাইটে ১১শ বিজেএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি ও অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের বিস্তারিত নির্দেশনাবলি পাওয়া যাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ **অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের পূর্বে ১১শ বিজেএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনপত্র পূরণের নিয়মাবলি সম্বলিত User Guide ভালভাবে পড়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাশে রেখে আবেদনপত্র পূরণের জন্য বিশেষভাবে বলা হলো। ১১শ বিজেএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনপত্র পূরণের নিয়মাবলি সম্বলিত User Guide কমিশনের ওয়েব সাইটে E-Application বাটনে ক্লিক করলে পাওয়া যাবে।**

১৩। পরীক্ষার ফি প্রদান ঃ

সফলভাবে আবেদনটি জমা হওয়ার পর টেলিটক ব্যবহার করে নিবন্ধন ফি ১২০০/- টাকা জমা দিতে পারবেন। পেমেন্ট করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন ঃ

<u>প্রথম ম্যাসেজ</u>

আবেদনকারী ঃ আপনার মোবাইলের ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন BJSC স্পেস User ID (Example : BJSC 220293) পাঠিয়ে দিন 16222 নম্বরে

টেলিটক ঃ টেলিটক ম্যাসেজের মাধ্যমে আপনাকে নাম, পদবী ও ৮ সংখ্যার পিন জানাবে।

<u>দ্বিতীয় ম্যাসেজ</u>

আবেদনকারী ঃ আপনার মোবাইলের ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন BJSC স্পেস YES স্পেস ৮ সংখ্যার পিন (Example : BJSC YES 52364847) পাঠিয়ে দিন 16222 নম্বরে

টেলিটক ঃ লেনদেনটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে ম্যাসেজটি আপনার যোগাযোগের মোবাইল নম্বর ও টেলিটক নম্বরে জানাবে।

১৪। কমিশন কর্তৃক পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে BJSC Form-2 সাথে **নিম্নলিখিত কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (<u>A_4 সাইজের অফসেট কাগজে</u>) নিম্নবর্ণিত ক্রমানুসারেই দাখিল করতে হবে ঃ**

(ক) এস.এস.সি/সমমান ও এইচ.এস.সি/সমমান পরীক্ষা পাসের মূল সনদ ও নম্বরপত্র।
(খ) আইন বিষয়ে স্নাতক/সম্মান/এলএল.এম পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থীর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ সনদ।
(গ) আইন বিষয়ে স্নাতক/সম্মান/এলএল.এম পরীক্ষা পাসের মূল/সাময়িক সনদ এবং মূল নম্বরপত্র।
(ঘ) স্নাতক ও তদূর্ধ্ব ডিগ্রী থাকলে এর মূল/সাময়িক সনদ ও মূল নম্বরপত্র।
(ঙ) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।
(চ) আবেদনপত্রে উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা যে এলাকায় অবস্থিত উক্ত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা ওয়ার্ড কমিশনার প্রদত্ত নাগরিকত্ব/জাতীয়তা সনদপত্র।
(ছ) জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট।
(জ) অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র (ক্ষেত্রমতে)।
(ঝ) (অ) প্রার্থী উপজাতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে প্রাপ্ত সনদপত্র।
(আ) প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ২৬-০২-০২ তারিখের মুঃ বিঃ মঃ/সনদ-১/প্র-১/২০০২/০২ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইস্যুকৃত সনদপত্র; **অথবা**
১৯৯৭ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র।

এতদ্‌ভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীর জন্মতারিখ সম্বলিত এস.এস.সি বা সমমানের সনদ/এস.এস.সি বা সমমান পরীক্ষায় পাস না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সার্টিফিকেট বা জন্মতারিখ সম্বলিত প্রামাণিক দলিল (যেমন-জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ ইত্যাদি) এবং মুক্তিবার্তা/গেজেট।

BJSC Form-2 এর সাথে আরও যা জমা দেয়া লাগবে সেগুলো হলো ঃ

(অ) প্রবেশপত্র, পরিচিতি প্রতিপাদনপত্র, প্রয়োজনীয় প্রত্যয়নপত্র ও পত্র যোগাযোগের ঠিকানা সংক্রান্তে পূরণকৃত ফরমসমূহ।

(আ) আবেদনপত্র দাখিলের অব্যবহিত পূর্বের তিন মাসের মধ্যে তোলা ০৫ (পাঁচ) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি (পূরণকৃত আবেদনপত্র, প্রবেশপত্র ও পরিচিতি প্রতিপাদনপত্র ফরমে চিহ্নিত স্থানে সংযুক্ত করতে হবে)।

বিঃ দ্রঃ (১) পূর্বে বর্ণিত যে সকল ক্ষেত্রে সত্যায়িত কাগজপত্র দাখিলের শর্ত আছে সে সকল কাগজপত্র **১ম শ্রেণির সরকারি গেজেটেড কর্মকর্তা** কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

(২) পূর্বে বর্ণিত যে সকল কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করার নির্দেশ আছে, সেগুলোর মূল কপি মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রদর্শন করতে হবে ও একসেট সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে; অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং প্রার্থিতা বাতিল করা হবে।

(৩) সংযুক্ত যে কোন সনদ/নম্বরপত্র-এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

১৫। প্রার্থী কর্তৃক BJSC Form-1 এ প্রদত্ত ডিক্লারেশন অনুযায়ী প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য ওয়েব সাইট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে Download করে সাময়িকভাবে প্রবেশপত্র গ্রহণ করবেন। প্রাথমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে প্রার্থী কর্তৃক অনলাইন আবেদনপত্রে (BJSC Form-1) প্রদত্ত প্রতিটি তথ্যের স্বপক্ষে সনদ/প্রত্যয়নপত্রসহ এ বিজ্ঞপ্তির ১৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কাগজপত্র প্রার্থী কর্তৃক পূরণকৃত BJSC Form-2 এর সাথে লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন সচিবালয়ে জমা দিতে হবে। BJSC Form-2 যথাসময়ে কমিশনের ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

১৬। **ডিক্লারেশন ও আবেদনপত্র বাতিল প্রসঙ্গ ঃ**

প্রার্থীকে অনলাইন আবেদনপত্রের (BJSC Form-1) ডিক্লারেশন অংশে এ মর্মে ঘোষণা দিতে হবে যে, প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক এবং সত্য। প্রদত্ত তথ্য অসত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে অথবা কোন অযোগ্যতা ধরা পড়লে বা কোন প্রতারণা বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে এমনকি নিয়োগের পরে যে কোন পর্যায়ে প্রার্থিতা বাতিল এবং কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য যে কোন নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করার অযোগ্য ঘোষণাসহ তার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, BJSC Form-1, BJSC Form-2 এবং কমিশনের ওয়েব সাইট হতে সংগ্রহীত অন্য যে কোন ডকুমেন্ট কমিশনের নির্দেশনা ব্যতিত পরিবর্তন/পরিবর্ধন কিংবা ব্যবহার করা যাবেনা।

১৭। **পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ ঃ**

এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কোন বিষয়, শর্ত বা তথ্য কমিশন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এ ধরনের পরিবর্তন হলে বিষয়টি কমিশনের ওয়েব সাইট ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রচার করা হবে।

১৮। **বিশেষ নির্দেশনা ঃ**

১১শ বিজেএস পরীক্ষার প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমাদানের **শেষ তারিখ ১৬/০৪/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ অপরাহ্ণ ৫:০০ ঘটিকা** পর্যন্ত নির্ধারণ করা আছে। আবেদনপত্রসমূহ প্রাপ্তির পর কমিশন সচিবালয়ে ঐগুলো নিরীক্ষা করা হবে। কোন আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে বা সঠিক পাওয়া না গেলে তা বাতিল হতে পারে। কাজেই **আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে যথাশীঘ্র আবেদনপত্র দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।**

১৯। **১১**শ বিজেএস পরীক্ষা সংক্রান্ত এ বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের www.bjsc.gov.bd ওয়েব সাইট-এ দেখা যাবে।

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক